তারিখ 20 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

দৈনিক
আমাদের সময়

সর্বজিৎ কিংবা শ্যামল কান্তির

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমাদের সবারই পরিচিতজন আছে, যারা এই দেশের সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষ। তাদের সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলে দেখেছি, তারা সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, এই দেশে তারা এক ধরনের বৈষম্যের শিক হয়েছেন। শুধু যে বড় ধরনের বৈষম্য তা নয়, দৈনন্দি জীবনে অসংখ্য ছোটখাটো বৈষম্য, অসংখ্য মন খারাপ করা ঘটনা। একটি দেশ কেমন চলছে সেটা বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে সেই দেশের সংখ্যালঘু মানুষদের জিজ্ঞেস করা– তারা কেমন আছে

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার দিনটি আসলে সারা দেশের জন্য একটি আনন্দের দিন, সারা দেশেই মিষ্টি খাবার ধুম পড়ে যায়। সরকার থেকে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেওয়ার অলিখিত নিয়ম করে দেওয়ার পর আনন্দের পরিধিটি আরও অনেক বেড়েছে। এই আনন্দের দিনটিতেও আমি এক ধরনের আশঙ্কা অনুভব করি, কারণ আমি জানি কারো না কারো পরীক্ষার ফলাফল মনের মতো হবে না, তখন সেই কম বয়সী আবেগপ্রবণ ছেলে বা মেয়েটি যা কিছু একটা করে ফেলতে পারে। এবারের পরীক্ষার পর আমার আশঙ্কাটা আবার সত্যি প্রমাণ হলো। খবরের কাগজে দেখতে পেলাম বরিশালে সর্বজিৎ ঘোষ হৃদয় নামে একটি কিশোর সাততলা বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। খবরটি পড়ে আমার বুকটা ভেঙে গিয়েছিল।

কিন্তু এরপর যখন আরো কিছু খবর পেলাম তখন দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর অসহনীয় এক ধরনের ক্ষোভের জন্ম নিল। আমরা জানতে পেলাম সর্বজিৎ জানত হিন্দু ধর্ম পরীক্ষায় সে ফেল করেছিল, তাই আত্মহত্যা করেছে। আসলে সে পরীক্ষায় ফেল করেনি। বরিশাল বোর্ডের অব্যবস্থার জন্য হিন্দু ধর্ম পরীক্ষার ফলাফল ঠিক করে প্রক্রিয়া করা হয়নি। শুধু সর্বজিৎ নয়, সম্ভবত পাঁচ হাজার ছেলেমেয়ের পরীক্ষার ফলাফল ভুল এসেছে। ফলাফল শুদ্ধ করার প্রক্রিয়া চলছে এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী অসংখ্য ছেলেমেয়ে এক ধরনের যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

যখন মন খারাপ হওয়ার ঘটনা ঘটে তখন কীভাবে জানি একসঙ্গে অনেক মন খারাপ করার ঘটনা ঘটে। একই সময়ে দ্বিতীয় মন খারাপ করা ঘটনাটি ঘটেছে নারায়ণগঞ্জে। স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তকে আক্রমণ করে শুধু যে হেনস্থা করা হয়েছে তা নয়, তাকে কানে ধরে ওঠবস করতে বাধ্য করা হয়েছে। অনলাইনে তার ভিডিও আছে, সেখানে একবার 'ক্লিক' করলেই সেটা দেখা সম্ভব হতো, কিন্তু আমার পক্ষে সেটা দেখা সম্ভব নয়। একজন শিক্ষক হয়ে আমি আরেকজন শিক্ষকের এত বড় অবমাননার দৃশ্য দেখতে পারব না। যারা দেখেছে তাদের কাছে শুনেছি, 'জয় বাংলা' স্লোগানের মাঝে একেএম সেলিম ওসমান নামে একজন সংসদ সদস্যের নেতৃত্বে তাকে এই অবিশ্বাস্য অপমানটি করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ সুপার বলেছেন, কোনো 'আইন ভঙ্গ' হয়নি তাই তার কিছু করার নেই। আজকে খবরে দেখলাম আইনমন্ত্রী বলেছেন, যারা কান ধরে ওঠবস করিয়েছেন তাদের শাস্তি হবে– আমরা কার কথা বিশ্বাস করব?

যখন খবরটি আরেকটু প্রচার হয়েছে তখন আমরা জানতে পেরেছি স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্তের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার একটি অভিযোগ এনে তাকে আক্রমণ করা হয়েছে। এই ধরনের আক্রমণ করে মানুষকে মেরে ফেলা এখন আর খুব বিস্ময়ের ব্যাপার নয়, তাই প্রধান শিক্ষক যে প্রাণে বেঁচে আছেন সেটি নিয়েই আপাতত সান্ত্বনা পেতে হচ্ছে। ধর্ম অবমাননার কথাটি মাইকে ঘোষণা করে মানুষ জড়ো করা হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হচ্ছে, মসজিদের মুয়াজ্জিন মোটেও মাইকে এ ধরনের কথা ঘোষণা করতে চাননি, তার কথা না শুনেই মাইকে কোনো একজন প্রচার করে দিয়েছেন। প্রধান শিক্ষক শ্যামল কান্তি ভক্ত বলেছেন, তিনি ধর্মকে অবমাননা করে কিছুই বলেননি। তাকে কোনো একটি দুর্নীতি করতে বলা হয়েছিল তিনি করতে রাজি হননি, সেটাই হচ্ছে তার অপরাধ।

একজন মানুষকে অপমান করার অধিকার কারো নেই, একটি সভ্য সমাজ কখনোই সাধারণ মানুষ দূরে থাকুক, একজন অপরাধীকেও এভাবে জনসমক্ষে অপমান করতে পারে না। কিন্তু একজন সংসদ সদস্য কিছু মানুষকে নিয়ে একটা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে একজন শিক্ষককে এত বড় অপমান করতে পারে সেটি বিশ্বাস করা কঠিন। আমি নিজে একজন শিক্ষক, আমি জানি আমাদের দেশের সব শিক্ষকের কাছে মনে হয়েছে এটি তার নিজের অপমান। শ্যামল কান্তি ভক্তকে একা কান ধরে ওঠবস করানো হয়নি, এ দেশের সব শিক্ষককে একসঙ্গে কান ধরে ওঠবস করানো হয়েছে। যে দেশে একজন শিক্ষককে প্রকাশ্যে এভাবে শাস্তি দিয়ে অপমান করা হয় সেই দেশ যদি অর্থবিত্ত, সম্পদ, ক্ষমতায় পৃথিবীর সর্বোচ্চ আসনেও উঠে যায় তারপরও সেটি পৃথিবীতে পরিচিত হবে একটি অসভ্য বর্বরের দেশ হিসেবে। সারা দেশে তাই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। অল্পকিছু অসভ্য বর্বর মানুষকে সারা দেশের সব মানুষের মুখে কালিমা লেপন করতে দেওয়া যাবে না। আমরা পৃথিবীতে সভ্য মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে চাই।

একজন শিক্ষককে ধর্মের অবমাননার দোহাই দিয়ে শাস্তি দেওয়ার উদাহরণ মোটেও নতুন নয়। মাত্র কিছুদিন আগে বাগেরহাটে কৃষ্ণপদ মাহালি এবং অশোক কুমার ঘোষাল নামে দুজন শিক্ষককে হুবহু একই অপরাধে ছয় মাসের জেল দেওয়া হয়েছে। তনু হত্যার বিচার দিনের পর দিন আটকে থাকে কিন্তু ধর্ম অবমাননার শাস্তি দেওয়া হয় তাৎক্ষণিকভাবে মোবাইল কোর্টে। কী তাদের অপরাধ, কীভাবে একই স্কুলের একজন শিক্ষক এবং সেই একই স্কুলের প্রধান শিক্ষককে এই শাস্তি পেতে হলো আমরা এর কিছুই জানি না। এই দেশের কোন আইনে কেমন করে একজন মানুষের সঠিক বিচার না করে ছয় মাসের জেল দিয়ে দেওয়া যায়, আমার মোটা মস্তিষ্কে সেটা বোঝাও সম্ভব নয়। শুধু এটুকু জানি, এখন 'ধর্ম অবমাননার' কথা বলে যে কোনো মানুষকে চরম বিপদে ফেলে দেওয়া যায়। সেই মানুষটি যদি হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয় তাহলে কাজটি আরো সহজ। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা 'ধর্ম অবমাননা' এবং 'মানুষের মনে আঘাত' দেওয়া নামে দুটি বহু পুরনো বিষয়কে একেবারে নতুন মোড়কে সবার সামনে হাজির করবে। এই সরকার এখন হেফাজতে ইসলাম থেকে কোনো অংশে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়।

ধর্ম অবমাননার কথা বলে শুধু রাষ্ট্রীয় শাস্তি পেয়েও একজন মানুষের মুক্তি নেই। টাঙ্গাইলের নিখিল জোয়ার্দার নামে একজন দর্জি এরকমভাবে ধর্ম অবমাননার জন্য ছয় মাসের জেল খেটে বের হয়ে আসার পর তাকে একদিন চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ফেলা হলো। সেই হতভাগ্য মানুষটি বারবার বলেছেন, তিনি মোটেও ধর্ম নিয়ে কোনো কটূক্তি করেননি। বাগেরহাটের যে দুজন শিক্ষক এখন জেল খাটছেন, জেল থেকে বের হওয়ার পর তাদের দুজনকেও কী নিখিল জোয়ার্দারের মতো চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করার একটা লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হলো না?

স্কুলের ছাত্র তাদের শিক্ষকের নামে বাসায় এসে অভি করলে অভিভাবকরা দলবেঁধে স্কুলে চড়াও হয়ে এ শিক্ষকের জীবন শেষ করে দিতে পারে। অভিযোগটি করার কোনো প্রয়োজন নেই, অভিযোগ থাকলেই যা আমরা এখন এটি কোন ধরনের সমাজ তৈরি কর এতদিন পাকিস্তানে এগুলো ঘটতে দেখেছি, আমাদের আমরা কী সেই পাকিস্তানের কালচার আমদানি করার করছি?

২.

সর্বজিৎ নামের কিশোরটি মনের দুঃখে আত্মহত্যা কা তার হিন্দু ধর্ম পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয় ঘটেছিল। বি নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু এটা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয় যে, কোনো বিষয়ের পরীক্ষা হলে কেউ এত বড় অবহেলা সাহস পেত না। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা যদি মনে করে ত আলাদাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এটি একটি য তাহলে কী তাদের দোষ দেওয়া যাবে? আমরা তো দেখেছি, এই দেশে ভিন্ন ধর্মের মানুষ হলে নানা ধ পীড়ন সহ্য করতে হয়। এখন তারা দেখছে শুধু অব আর অবহেলা নয়, শুধু ভিন্ন ধর্মের মানুষ হওয়ার তাদের প্রাণও দিতে হচ্ছে। তাহলে তারা কী হতা অনুভব করতে পারে না? যজ্ঞেশ্বর রায় নামে একজন পুরোহিতকে কিছুদিন আগে হত্যা করা হ বান্দরবানের একটি উপাসনালয়ের একজন বৌদ্ধ নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। এর আগে খ্রিস্টধর্মে ধর্ম একজন খুন হয়েছেন। শিয়া হোমিওপ্যাথিক ডাক্তা হয়েছেন। ধর্মান্ধ জঙ্গিগোষ্ঠী নির্বিচারে মানুষ হত্যা কিন্তু যদি তুলনা করি তাহলে দেখি ভিন্ন ধর্মের খুন যাওয়া মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। দেশের দশ শত মতো মানুষ কিন্তু খুন হওয়ার বেলায় তাদের সংখ্য পঞ্চাশ শতাংশ। এর কারণটি কী?

কারণটি আমরা অনুমান করতে পারি, যারা খুন তাদেরও একটা হিসাব আছে, এই দেশে যেহেতু ভিন্ন মানুষকে এক ধরনের অবহেলা সহ্য করতে হয়

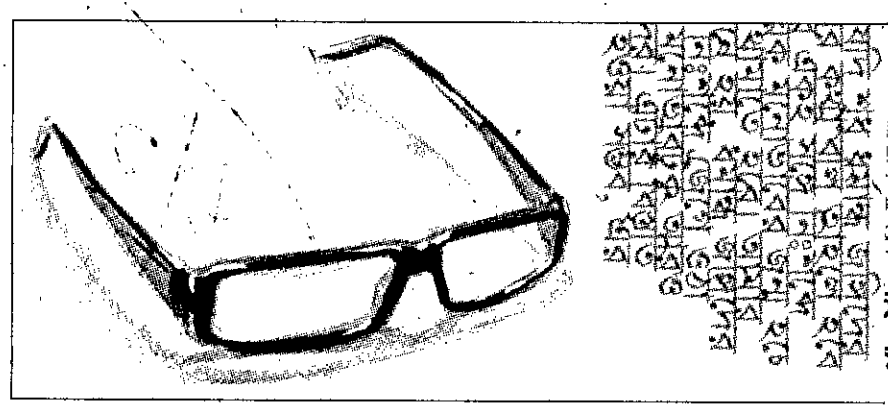

নাড়ুতে জ

কংগ্রেস

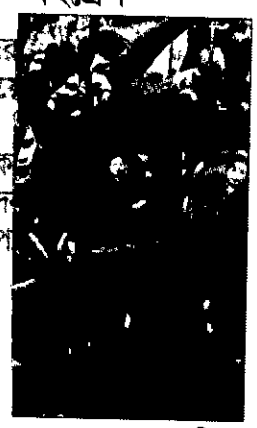

জয়ের পর জয়ললিতার
টল্লাস ● এএফপি

১১ আসন এবং দলটি
য়েছে। তবে তিনবারের
নিজ আসনে জয় ধরে

য়েন্দা বিমানের করল চিন

য়েন্দা বিমানের গতিরোধ করেছে চি
ল অনিরাপদ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিরক্ষা বি
সি।
ছে, আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় মা
সময়ে গতিরোধ করা হয়। উপ
ম মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর চিনের ক
উল্লেখ করা হয়। দক্ষিণ চিন সাগ
ট্র রাষ্ট্র। এর মধ্যে তাইওয়ান,
ব্রুনাই দক্ষিণ চিন সাগরের সমুদ্রসী
অঞ্চলে চিন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে
উপনীত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক
পি জানায়, সংঘর্ষ এড়াতে যুক্তরা
বা ৬০ মিটারের মধ্যে অবতরণ ক
থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা
মাধ্যমে এ বিষয়টি সুরাহা করা হ

মাগুন লাগানোর গরী গ্রেপ্তার

তি এক্সপ্রেস ট্রেনে হামলা চালিয়ে অ
ন্ত্রনাকারী ফারুক ভানাকে গ্রেপ্তার
ঘটনার পর ১৪ বছর ধরে পালিয়ে থ
কই গ্রেপ্তার করা হয়। খবর এনডিটি
নে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার প্র
ট্রেন পোড়ানোর ওই ঘটনায় ৫৯
লেন কারসেবক। তারা উত্তর প্রদে
ঘটনার পর গুজরাটজুড়ে ভয়া
এক হাজার ১০০ জনেরও বেশি মা
ক ভট্ট বলেন, যারা ট্রেনটিকে জ্বা
লে এ লোকটি। ফারুকসহ প্র
ছিল। সেখানে তাদের দ
রার নির্দেশনা দেওয়া হয়। ট্রে
পেট্রলের জোগান নিয়েও ত
রুক গোধরার কাউন্সিলর ছিল। স্ব
ত অন্য স্বতন্ত্র কাউন্সিলরদের নিয়ে
গ্রেস তাতে সমর্থন দেয়।